কুসুম গাথা।

নারীধর্ম্ম, অমিয়গাথা, ব্রজগাথা প্রভৃতির রচয়িত্রী –

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

প্রণীত

ন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা।

৩৪ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত

১৩১২ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীমদ্বামণ্ডাধিপতি

শ্রীশ্রীমন্মহানুভাব ও শ্রীমহনীয়চরিত শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুর মহোদয়

পবিত্র সন্নিধানেষু

উৎকল প্রদেশে তুমি উজ্জ্বল তপন,
শস্ত্র-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত সুজন।
সদা তুমি, মহারাজ, বিজ্ঞান-সাগর মাঝ,—
অতুল আনন্দে থাক হইয়া মগন,
পর-হিত-ব্রতে পূর্ণ তোমার জীবন।

নম্রতার অলঙ্কারে শোভিত হৃদয়,
তোমারি তুলনা তুমি আর কেহ নয়।
সাহিত্য-নন্দন-বনে, সদা ভ্রম ফুল্লমনে,
সুযশ পতাকা তব উড়ে সগৌরবে,
পূর্ণ তব পূত প্রাণ মহান্ বিভবে।

অতুলনা গুণে তব মন মুগ্ধ মোর,
হ'য়ে শ্রীচরণে তব ভক্তি রসে ভোর,—
এ কুসুমগাথাখানি, দিলাম চরণে আনি,
নিজ গুণে দীন-দান করিয়া গ্রহণ—
করুন কৃতার্থ, দেব, আমার জীবন।

বিনয়াবনতা

কলিকাতা } শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

ভূমিকা।

জগদীশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র লেখিকার নাম বঙ্গ-সাহিত্যে নিতান্ত অপরিচিত নহে—গুণগ্রাহী সাহিত্যসেবিগণের অনুকম্পায় মল্লিখিত গ্রন্থগুলি সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবারেও তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কুসুম-গাথা গ্রন্থখানিকে সাধারণ্যে প্রচার করিলাম। এই গ্রন্থের অন্তর্গত ধবলেশ্বর-শীর্ষক কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল

আমার অন্যান্য গ্রন্থগুলির ন্যায় এই গ্রন্থখানিকেও সমাজ ও সাহিত্যসেবিগণ স্নেহের চক্ষে দেখিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব ইতি

কালকাতা।
ডিসেম্বর ১৯০৫

গ্রন্থকর্ত্রী

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রকৃতি চিত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌরাণিক চিত্র

তৃতীয় খণ্ড

প্রেম চিত্র

প্রথম খণ্ড

প্রকৃতি চিত্র।

কুসুম-গাথা।

ওঙ্কার।

এ ভব ভবনে কেন নিত্য হাহাকার
মঙ্গল ও অমঙ্গল একথা সকল
কেন তব বিশ্বে বিভু উঠে অনিবার ?
তুমি যদি বিশ্বময় কিবা অমঙ্গল !

বেদেতে ওঙ্কার রূপে হ'তেছে ধ্বনিত
উছলিছে চন্দ্রালোকে পবিত্র ওঙ্কার
ওঙ্কার সবিতা রূপে জগতে পূজিত।
সতত ওঙ্কার বিশ্বে হ'তেছে ঝঙ্কার

কি গাহে সাগর সদা করি কল কল ?
গাহিছে বিভল প্রাণে পবিত্র ওঙ্কার।
ওঙ্কার পাপিয়া কণ্ঠে ঝরে অবিরল—
জ্ঞানী শুধু বুঝে এই গূঢ় সমাচার।
নাহি হেথা অমঙ্গল সকলি ওঙ্কার—
দাও বল সাধি কার্য্য বিভো গো তোমার।

পূর্ব্বস্থলী। ১৯০৩।
৩—২১।

শীর্ণা নদী।

মহান্ বাদিত্র রূপে যে তরঙ্গ-দ .
মাতাইত লো তটিনী মানব-হৃদয়
এখন কোথায় তব সেই তান লয়
কোথা সে বরেণ্য মূর্ত্তি পবিত্র উজ্জ্বল।

উৎসবান্তে উৎসবের আলয় সমান
অথবা নিশান্তে কৃষ্ণ পক্ষ শশী-প্রায়
কিম্বা দুঃস্বপ্নের শেষ স্মৃতি সম হায়
কেন লো তটিনী আজ ও পূত পরাণ।

বুঝেছি বুঝেছি তুই কেন যে এমন
বরষা সঙ্গিনী স্নেহ বিচ্যুত হইয়া
রচেছিস তুই হেন মরমে মরিয়া।
রশ্মি বিনা শশী-শোভা থাকে না কখন।
সুর বিনা সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য ন রয়
বর্ষা বিনা কেন রবে তোর শোভাচয়।

পূর্ব্বস্থলী

শিশির।

পড়িয়াছ বিশ্ব জুড়ি কে মুকুত প্রায় ?
তাপিত ধরার বক্ষে দিতে শান্তি জল
স্বর্গ মন্দাকিনী কিগো এসেছ ধরায়।
আঁধারিয়া শান্তিময় স্বরগ মণ্ডল।

কিম্বা তুমি শান্তিময় কর বিধাতার
অথবা বিভুর তুমি পূত আশীর্ব্বাদ
ঢালিছ শিশির ছলে অমিয়া আসার
পূরাইতে হতাশের চিরধ্যেয় সাধ

কিম্বা হতাশের শ্বাস বিদারি হৃদয়—
উছলিয়া আঁখি পথে হইয়া কাতর
আকুলে ধরণী বক্ষে যাচিছ আশ্রয়।
অথবা প্রেমিকা কেহ করিয়া আদর
লিখিয়া প্রণয় গীতি বিন্দু অশ্রুজলে
দিছে নাথে উপহার শিশিরের ছলে।

পূর্ব্বস্থলী

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ।

কি উদ্যম কি উৎসাহ জ্বলিলে যখন
উজ্জ্বল জ্যোতিতে দূরি ঘোর অন্ধকার
দেখাইলে গর্ব্ব—নব যৌবনে যেমন
ক্ষণ পরে প্রৌঢ় মূর্ত্তি দেখিনু আবার

যৌবনের চঞ্চলতা ঠেলে ফেলে দূরে—
হইলে গম্ভীরতর ধীরে অতি ধীরে—
ভরিয়া মানব-প্রাণ কি অজ্ঞাত সুরে।
অতীতে আকুলে যেন চাহিতেছ ফিরে।

পুনঃ একি হতাশের ক্ষীণ আশা প্রায়
কিম্বা ক্ষীণ হাসি সম মুমূর্ষুর মুখে
গর্ব্বস্ফীত সেই জ্যোতি এখন কোথায়
কেন হেন হ'লে কোন ব্যথা বয়ে বুকে !

তুমি কিগো মহাবেদ সংসার কাবায
কিম্বা সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের ছবি
তীক্ষ্ণ ধার ক্ষীণ তত্ত্বে ঢালি আপনায
দিছ কি শিখাযে বিশ্বে ক্ষণস্থায়ী সবি ?

ওই মিটি মিটি ছবি হেরিযা তোমার
জাগিছে মরমে কত জীবনের গান
বিশ্ববেদ হ'তে ছুটে আসিযা ওঙ্কার
সবলে হৃদয়-তন্ত্রী ধরি দিছে টান

অবশ হৃদয তাহে কাঁপে থর থর
সেই পরব্রহ্ম পদ জড়াবার আশে —
আকুল আবেগে দেয় বাড়াইয়া কর
একি ভ্রান্তি—শূন্য কর শূন্যে ফিরে আসে

হেলায় কাটায়ে দিছি জীবনের দিন
তাই বুঝি আজ হায় এ গতি আমার
ধরিতে সে বরপদ শূন্যে কর লীন
তাই বুঝি আজ শুধু সার হাহাকার

বায়ু বিকম্পিত তোর ক্ষীণ শিখা প্রায়—
অবশ হৃদয় তাই কাঁপে থর থরে
কি গতি হইবে মোর কোন্ বলে হায়
পশিব আমার সেই চিরধ্যেয় ঘরে।

পূর্ণশশী —

কল্পনা সুন্দরী।

এমন সুন্দর করি কে তোমারে গড়িল ?
একাধারে এত মধু কেবা তোতে ভরিল ?
তোমার ও বীণা সাধা সপ্তমের সুরেতে
ও তানে অনন্ত সুধা বহে হৃদি পুরেতে।

আমারে আদরে ঢাল সুধারাশি হাসিয়া
প্রাণের সারাঙ্গ তাহে বাজে প্রেমে ভাসিয়
তব সনে আমি অণু দেব-দেশে ধাই গো,
সোণালী চাঁদের তলে কভু বা লুটাইগো

মলয় সমীর কভু অঞ্চলেতে বাঁধিয়া
লুটিগো চাঁদের সুধ প্রেমাবেগে মাতিয়া
কভু ঢালি বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেমী হইয়া।
সাঁতারি সিন্ধুতে কভু দগ্ধ হৃদি হইয়া

মহাযোগীশ্বর হ'য়ে বসি কভু শ্মশানে
কভু বা ব্রজের প্রেম ব'য়ে যায় পরাণে
কভু আপনায় বাঁধি এ বিশাল ধরণী
কভু বা বিশাল বিশ্বে হারাইগো আপনি

তোল কত তান মান হৃদি-বীণা বাজায়ে—
দেখাও সে দেবে মোর কত ছাঁদে সাজায়ে।
তুমি যে আনন্দময়ী এ বিশ্বের মাঝারে
তোমা বিনা কে ডুবায় হেন প্রেম-পাথারে

হীনতা নীচতা যায় তব বায়ে ধুইয়া—
সব জ্বালা দূরে যায় তব কোলে শুইয়া
তুমি যদি না রহিতে এই বিশ্ব-মাঝারে
এ বিশ্ব মরুভূ হ'ত ভরা শুধু অঙ্গারে

তোমার দয়ায় কভু ফুল হ'য়ে ফুটিগো
হইয়া প্রেমের দূত কভু দ্রুত ছুটিগো
তরুণ অরুণ ছবি হেরি কভু নয়নে
সরোজিনী সম প্রেম ঢালি তার চরণে

বাজেগো সারঙ্গ মোর সেই মুখ চাহিয়া
যাঁর প্রেমরসে বিশ্ব সদা যায় ভাসিয়া
বড় সাধ তোব বুকে নীরবেতে ডুবিব
এক হ'য়ে তুমি আমি বিশ্বপ্রেম লুটিব।

হুগলী

মানবজীবন।

জীবন কি পেয়েছ কি সন্ধান তাহার—
নিশার স্বপন মাত্র মানবজীবন
অথবা জীবন খানি অস্থায়ী বীণার-
কিম্বা চাক ইন্দ্র ধনু নয়ন-রঞ্জন

অথবা জীবনখানি লহরী নদীর
কিম্বা সঙ্গীতের শেষ পরিত্যক্ত তান
কিম্বা রঙ্গালয়ের সে উল্লাস মদিব।
কিম্বা শুক তারকার উজল বয়ান।

কিম্বা দিবসের শেষ শুভ্র তামরস
অথবা মোহন সুর বসন্ত সখার।
উৎসবান্তে কিম্বা তাহা বিষণ্ণ হরষ
অথবা নিদানে স্মৃতি মৃদু মলয়ার

যেমন এ প্রবালগুলি শোভার আধার—
এ ভব ভবনে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হায়
মানবজীবন তথা শোভার আধার
জ্ঞান প্রেম ভক্তি কর্ম্ম মিশিয়া তাহার—

করেছে মহিমা মাখ কেমন উজ্জল।
বিধাতার কিবা তাহে মহিমা অপার
উছলিছে অবিরত করি ঢল ঢল
কিন্তু হায় কয় দিন স্থায়িত্ব তাহার

পূর্ব্বস্থলা

খণ্ডগিরি। *

কোথা সেই বৌদ্ধদল সেই বৌদ্ধ-যুগ হায়
কালেতে মিশায়ে গেছে জলে জলবিন্দপ্রায়
সকলি অতীত গর্ভে নীরবে মিশায়ে যায়
শুধুই মুছেনা কীর্ত্তি থাকে চির এ ধরায়

---

* বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া খণ্ডগি যাইতে হয়।

কত যুগ যুগান্তর অতীতে গিয়াছে ভাসি
উন্নত শিরসে তব সেই বৌদ্ধ কীর্ত্তি-রাশি—
অক্ষয় অমর রূপে কত স্মৃতি বিতরায়
যুগ যুগান্তের কথা পলকেতে উথলায়
অলক্ষ্যে মানব হৃদি তন্ত্রী যেন কে বাজায়
সংসার অনিত্য গীতি জাগাইয়া গো হিয়ায়।
আপনি প্রকৃতি রাণী তো' সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে
খেলিছেন যেন হেথা সখীদলে সঙ্গে ল'য়ে
তরুণ অরুণ হেথা পশি—প্রেমাবেগে ঢালি
দিছেন আদরে পদে রক্ত রাগ পুষ্পাঞ্জলি
সে সুষমা-স্নাত গুহা যায় প্রেম-স্রোতে ভাসি
প্রণাম তো' পদে গিরি! ধন্য বৌদ্ধ-কীর্ত্তিরাশি

ভুবনেশ্বর।

অতীতের সাক্ষী তুমি পবিত্র উজ্জ্বল!
কত যুগ যুগান্তর হ'য়েছে বিলীন
রয়েছে মূরতি তব অচল অটল
তোমার মন্দির—ঊর্দ্ধ মাথে চিরদিন—

ঘোষিতেছে বিশ্বে তব মহিমা কেবল
বাজায়ে সত্যের পূত মধুর বিষাণ
প্রত্যেক প্রস্তরে ভাব ক'রে ঢল ঢল
"সত্যমেব জয়তের" সঙ্গীত মহান

কত যুগান্তের স্মৃতি করিয়া বহন
আনিছে মানব বক্ষে ও তুঙ্গ মন্দির
অতীত ও শিল্প গীতি করিয়া স্মরণ
আপন অস্তিত্ব সও' হ'ব'য অন্দির
ও পূত ছায়াতে আসি তাপ-দগ্ধ প্রাণ
শান্তি-স্নাত হ'য়ে লভে শাশ্বতে নির্ব্বাণ

মেঘগর্জ্জন।

১

আবরিয়া নীলাকাশ ঢাকি ছবি চন্দ্রমার
গম্ভীর নির্ঘোষে তুমি ঘোষ কোন সমাচার
শুনি গুরু গরজন
কেন কেঁপে উঠে মন
পাপি-হৃদে পরলোক চিন্তার সমান
তুমি কি প্রলযঘোষী রুদ্রের বিষাণ।

২

২

সদম্ভে ঝ'ছা'ড়ি কভু তক্ষশা'য়ী চপলায়
কি বীরত্ব প্রকটিছ আমিত বুঝিনা হায়।
যে জন শরণাগত
চিরদিন পদানত
মানব ধবম তারে চরণে দলন
তুমি কেন করিছ সে নীতি আচরণ

৩

ও কি ঘন গরজন গুরু গুরু দুরু দুরু
কেন ও গর্জ্জনে কাঁপি উঠে মোর হৃদিপুর
যেন কোন প্রিয়ধন
হারায়ে ফেলেছে মন
ও গর্জ্জনে হেন ভাব কেন মরমের
বুঝি না কি তত্ত্ব আছে গর্জ্জনে মেঘের

নোয়াখালি

পৌর্ণমাসী নিশি।

১

শোভিয়াছে নিশীথিনী কি চারু ছটায়—
নির্ম্মল সরল সাধু হৃদয়ের প্রায়।
নাহিক আঁধার বিন্দু,
উথলি অমিয়া সিন্ধু—
দিয়াছে ভাসায়ে আজ বিশাল জগত
ভাঙ্গি যেন একাকার স্বর্গ মরত

২

আলোক কৌমুদ বাসি অম্বর
চারু চাঁদমায় ঘিরে তারকা নিকর—
মাতায়ে মানব প্রাণ,
গাহিছে সৌন্দর্য্য গান,
বিতরিয়া স্বর্গের আনন্দ অপার
ঢালিছে হতাশ হৃদে অমিয়া আসার

৩

নাহি আজি শোক তাপ বিন্দু হাহাকার
দিতেছে প্রকৃতি সুধা সিন্ধুতে সাঁতার।
সকল অভাব চূর্ণ,
ধরা আজ শান্তিপূর্ণ

এ অমিয়া সিন্ধু ভেদি পবিত্র ওঙ্কার—
জাগায় মানব-বক্ষে স্বর্গ-সমাচার

কৈকোওয়াব

বসন্ত।

১

শ্যাম-প্রেমে ব্রজ যথা ছিল টলমল—
তোমার প্রেমেতে তথা ধরণী পাগল।
ফুলের আতর মাখা
ফুল দামে তনু ঢাকা
বাঁশীছলে পিক ভৃঙ্গ কি সুধা ছড়ায়
যেন ব্রজে শ্যাম বাঁশী "আয় রাধে আয়"

২

পরায়েছ ধরণীরে কি মোহন সাজ
প্রকৃতির সিংহাসনে তুমি মহারাজ
হেরি ও পবিত্র কান্তি
হইয়া আপনা ভ্রান্তি
পিরীতি পাথারে ডুবি তটিনী-নিকর
দেখিছে চাঞ্চল্য ছাড়ি ও মুখ সুন্দর

৩

তুমি এ জগত মাঝে রাজরাজেশ্বরি
ভালে তব রাজটীকা চারু শশধর
তব পূত দুর্গদ্বার
রক্ষিতেছে অনিবার
পরাণ মাতান সুরে পাপিয়া চাতক
আপনি মলয়া তব গায়ক বাদক

৪

সিন্ধুর মন্থর ঢেউ নর্ত্তকী তোমার
সে জল কল্লোল পদে নূপুর তাহার।
ভাঙা ভাঙা মেঘদলে
শোভিছে চন্দন ছলে
উছলিয়া তোমার ও সুপবিত্র কায়
বিজন পর্ব্বতে শুভ্র অতণ্ডীর* প্রায়।

৫

তোমার পবিত্র কান্তি করি দরশন
না নমিবে নত মাথে বিভুর চরণ
কেবা আছে বিশ্বে হেন,
তাই বলি আমি কেন

---

* পর্ব্বতে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ জন্মে, তাহার নাম অতণ্ডী
ই গাছের ফুলে চন্দনের বিন্দুবৎ চিহ্ন থাকে

না দিব আপন ঢালি সেই বর পায়।
কি সুন্দর তিনি যিনি রচিলা তোমায়—

নোয়াখালি

সন্ধ্যাগমে শোণ নদীর প্রতি।

(১)

কে গো তুমি হেথ নিরালায় ?
লোকালয় পরিহরি
কি বাসনা বুকে করি
রহিয়াছ মগ্ন হেন মহা সাধনায়।

(২)

তোমার ও বিভল পরাণ—
স্বচ্ছ দর্পণের মত,
দেখাইছে অবিরত
মানবের চক্ষে যেন সারা বিশ্ব খান।

(৩)

তব পূত হৃদয়ের মাঝে,
প্রণয় আবেশে গলি
তারা বধূ পড়ি ঢলি
সাজায় তোমারে কিবা মনোময় সাজে।

৪

হেরি তাহা হেন মনে ভায়
    হীরক খচিত বাস
    ঢালিছে মধুর হাস
পরশি বরাঙ্গ তব বিভল হিয়ায়

৫

তব রূপে উধাও পরাণ,
    তাই স্বর্ণ শশধর
    লুটিতো হৃদযোপর
সাধিছে লইতে তার প্রেম অর্ঘ্য দান

৬

পবিত্র সৈকত বেলা ভূমি,—
    সুবর্ণ কণিকা যত
    ঝলিতেছে অবিরত
নাচিছে বিভল প্রাণে তব পদ চুমি।

৭

হেরি সেই পূত সুষমায়
    মনে হয় তব তরে
    প্রকৃতি সোহাগ ভরে—
সাধনা মন্দির রচি অবশ হিয়ায়—

৮

আছে তব প্রেম-মুখ চেয়ে
স্বচ্ছ কায়ে গো তোমার
প্রতিবিম্ব পড়ি তার
সাব বিশ্ব খান যেন গেছে প্রেমে ছেয়ে

৯

দুই তীরে তরু অগণন—
গুরুপদে শিষ্য যেন
দেখি গো নমিছে হেন
নত মাথে মুক্ত প্রাণে তোমার চরণে

১০

মাঝে মাঝে শুভ্রকাশ ফুল
আরত্রিক দীপ মত,
শোভিতেছে অবিরত
স্নাত সেই সুষমায় তব দুই কূল।

১১

ইংরাজের সেতু-বক্ষ-মাঝে—
দাঁড়াইলে তদুপর—
কি যেন গভীর তর,
বিশ্বের মহান গীতি মরমেতে বাজে।

১২

শুনি সেই নীরব সঙ্গীত
সংসারের অনিত্যতা,
নৈরাশ্য বিষাদ ব্যথা,
জাগিয়া, বৈরাগ্যে হয় পরিপূর্ণ চিত।

১৩

যে দিকেতে নয়ন ফিরাই
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শুধু
দেখিগে করিছে ধূ ধূ
অসীমে সসীম আমি মিশাইয়া যাই

কৈলওয়ার

পৌর্ণমাসী নিশীথে।

১

স্তবধ জগত খানি নীরব নিঝুম
পবিত্র কৌমুদী বাসা বিশাল ধরণী—
বিভলে আনিলে প্রেম দানিছে কুসুম
নাচাইয়া প্রেমানন্দে প্রেমিক ধমনী

২

প্রেমাবেগে চন্দ্রসুধা লুটিছে চকোর
টিট্টিভ গাহিছে বিশ্ব মাতানিয়া গান
হাসিছে কুমুদী সতী প্রেমে হ'যে ভোর
শুধু হাসি-হাসিমাখ সারা বিশ্বখান

৩

এ হাস্য তরঙ্গমালা করি বিদারণ
চঞ্চল চরণে পানে আসিছে আমার
শৈশবের সুখস্মৃতি মানস মোহন
উলঙ্গ পরাণ সেই আনন্দ আধার
এ সুখের দিনে আজ কোথায় সে দিন
আমারি নীরব আজ মরমের বীণ

পূর্ব্বস্মৃতী

বঙ্গ সাহিত্য।

১

আধেক ঘোমটা খানি খুলি ধীরে ধীরে
তন্দ্রালস মগ্ন আঁখি বিস্ফারিত করি
নব বধূটীর পানে চাহিতেছ ফিরে
লইয়া তৃষিত প্রাণ কত আশা ধরি

২

দূর ভবিষ্যত পানে রয়েছ চাহিয়া
অজানিত ভক্ত বৃন্দে সঙ্কেতি অঙ্গুলি
সাজাইতে নব বেশে যেন গো ডাকিয়া
আদেশিছ সযতনে, চারু পুষ্প তুলি

৩

গাঁথিয়া সুচারু মালা ও কোমল কায়
বাণী বরপুত্রদল যেই ফুলদামে
সাজাইয়া চির তরে সুচারু ছটায়
মহিমা অমর 'চির জয়ী' যেই নামে
সেই দিন কত দিনে উদিবে ধরায়—
সাজিবে যে দিন তুমি বরেণ্য ছটায়

জাগানপুর—

দয়েল।

১

ওরে কচি পাখি ? তুই বড়ই
মধুর
শ্যামের বাঁশরী যথা গোপী
হৃদিপুর—

উন্মত্ত বিভল করি
রাখিযাছে বিশ্ব ভরি
অক্ষয় প্রেমের গীতি-বিশ্ব—
অভিধানে
তেমনি রে কচি পাখি ? তোর—
ওই গানে

২

বেজে উঠে হৃদি তন্ত্রী কি এক
উচ্ছ্বাসে—
কি শান্তি আসিয়া স্রোতে প্রাণ—
খানি ভাসে
ক্ষুদ্র জনে এ ধরায়,
যারা সদা দলে পায়
ভাবিয়া রে আপনায় উচ্চ—
সুমহান—
বারেক শুনুক এসে তারা—
তোর গান।

৩

ক্ষুদ্র মাঝে মহানত্ব যে জন
না পায়
বৃথাই জীবন তার বিশ্বে
ব'য়ে যায়।

মহান ও সিন্ধু বর,
কিন্তু তার কাছে নব—
প্রবল পিপাসা ল'য়ে যদি—
কভু যায়
পারে কি নাশিতে সিন্ধু—
সে মহা তৃষায়

৪

কিন্তু কূপ দান করি সলিল
তাহার
কেমনে মধুরে করে তৃষার্ত্তে
সৎকার !
কচি শিশু মুখ গুলি
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি,
প্রীতির পবিত্র ছবি কেমন
দেখায় !
ক্ষুদ্র যে মহত্ত্বে পূর্ণ—বৃহতে
কোথায় ?

৫

ক্ষুদ্র জোনাকীরা বসি অটবী
শাখায়
হীরক চূর্ণের সম কি শোভা
ছড়ায় !

হেরি সে সুষমা তার,
তাদের ক্ষুদ্রত্ব আব
জাগে কি মরম মাঝে ভুলে
এক বাব ?
সে চাক সৌন্দর্য্য মাঝে দিয়াবে
সাঁতাব

৬

বিশ্ব শিল্পি পাদ-পদ্মে ছুটে—
যায় মন
ক্ষুদ্র বিরাটের কিবা মহা—
সম্মিলন
ঊষার অরুণ স্পর্শে
মাতিয়া বিমল হর্ষে
যখন তুলিস তুই ললিত
ঝঙ্কার—
আমাতে থাকেনা সত্তা তখন
আমার

৭

তোব ও মধুর সুরে এ দগ্ধ
হৃদয়—
কি এক বিরাট ভাবে হ'যে
যায় লয় ।

কেবা কান্তা কেবা পুত্র
কোথা হ'তে যাব কূলে,
এ মহা গীতিকা দেয় ভরিয়া —
পরাণ
অসীমে সসীমে তোর একতা
মহান্।

পূর্ব্বস্থলী—

জন্মভূমির প্রতি।

জননি আমার!
আজি এ বসন্তে তোমা,
কি সাজে সাজাব ওমা,
কিবা ধন আছে তোর দুখিনী বালার!
তব কৃতী সুত যারা,
গরবে আপনা হারা,
ফিরিয়া চাহেনা তারা তোব অশ্রুধারে

জননি আমার!
উন্মুক্ত করিয়া হিয়া
হৃদয়ের রক্ত দিয়া
পালিলে যাদের ভাবি বড় আপনার—
তারা যে গো পায় দলি
তোমারে অসভ্য বলি
অগাধ স্নেহের তব দিছে পুরস্কার।
জননি আমার!
যবে ছিদ্র শত শত,
অশান্তি বেদনা কত,
চাহিয়া দেখেনা সব সন্তান তোমার
বাহিরে গরব ভরা
ধরাবে ভাবিয়া সরা,
পলকে করিতে চান ভারত উদ্ধার।

জননি আমার!
শরতের মেঘ প্রায়,
বিফল গর্জ্জন হায়,
বলমা, তাদের কত শুনিব গো আর।
পরিয়া একতা-মালা
তোমার তনয়, বালা
কবে হবে নিয়োজিত সেবায় তোমার।

জননি আমার,
সে সুখের দিন কবে
উদয় হবে মা ভবে
হাসির ফোয়ারা মুখে ছুটিবে তোমার।
যাহে যার হয় সুখ,
সে তাহে ভরুক বুক
আমার সাধনা শুধু ও পদ সেবার

জননি আমার!
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ
লহ পদে অর্ঘ্যদান
তব আশীর্ব্বাদে যেন জননি তোমার
হেরি তব ম্লান মুখ
দীর্ণ মোর হয় বুক
ঢেলে দিতে পারি যেন প্রীতির আসার।

জননি আমার!
তোমার সুখের তরে
এ অভাগী যেন করে—
হৃদয়ের রক্ত সব দান আপনার।
বল আর কত দেরী
তোমার সুখের ভেরী
বাজিতে,—হাসাতে মাগো মুখ বসুধার।

জননি আমার !

দাও মোর বল বুকে
যেন গো হসিত মুখে
নীরব অসাড় যত সন্তানে তোমার
জাগায়ে তুলিতে পারি
তোমার নয়ন বারি
আর যেন না ভিজায় হৃদয় ধরার।

পূর্ব্বস্থলী—

ভারত-স্মৃতি।*

এই কি সে স্বর্ণপ্রসূ সোণার ভারত
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা তাবৎ !
কোথা সে দৃষদবতী
কোথায় সে স্বরস্বতী,
যার রম্য তীরে বসি ঋষি অগণন
করিলেন মহা বেদ বেদান্ত রচন।

* এই কবিতাটি সন ১৩১১ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কোথা সে বশিষ্ঠ গার্গী আদি মুনি যত
জ্ঞানদানে নরচক্ষু উন্মোচনে রত।
কোথা সে বাল্মীকি মুনি
যেন পূত সুরধুনী—
যাঁর রামায়ণ গীতি মাতায়ে জগত।
ক’রেছিল একাকার স্বরগ মরত।

পবিত্র আশ্রম-মাঝে কই ঋষিবালা
বদনে উছলে বিভা বুকে সুধা ঢালা!
পর সুখে সুখ ভরা
পর দুখে মর্ম্মে মরা,
এখন ভারতে কোথা সে তাপসী দল?
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা সকল?

কোথা দ্বৈপায়ন ঋষিকুল মণিহার
ভারতে ভারত—ঘোষে কীর্ত্তিরাশি যাঁর।
অনুপম সুপবিত্র
সীতা ■ কুন্তলা চিত্র
কোথা সে সাবিত্রী সতী ভবে অতুলন
এ যদি ভারত কোথা সে শোভা এখন?

এই কি ভারত তোরা সত্য ক'রে বল
এ যদি ভারত কেন ভরা এত ছল ?
সূর্য্যবংশ-পূতদীপ,
কোথা আজি সে দিলীপ,
কোথ' সত্যনিষ্ঠ আ'জ দশরথ রাজ
লোকপ্রিয় সীতা পতি কোথা তবে আজ ।

কোথা সে জনক ঋষি দেব অবতার
জন্মিলা রমণীরত্ন সীতা গৃহে যাঁর
কোথা সে পরশুরাম,
ক্ষত্রিয় বীরত্ব ধাম
এ যদি ভারত কেন এত হাহাকার—
কার শাপে সে সকল হল ছারখার ?

মিছে কথা, এ ভারত সে ভারত নয়
সে যে স্বর্গ এ যে দেখি নরক নিলয় ।
কোথায় সে দ্রোণ ভীষ্ম,
একলব্য সমশিষ্য,
কোথা কর্ণার্জ্জুন আদি মহারথগণ
যাঁহাদের বীরদর্পে কাঁপিত ভুবন ?

এ যদি ভারত সত্য বল একবার
কোথা সেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার
কোথা সে হস্তিনা আজ,
গর্ব্বভরা কুরুরাজ
ভারতভূষণা কোথা সে গান্ধারী সতী
কেন ভারতের আজ হেন দুরগতি ?

যাদের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি থরে থরে
ছিল সুসজ্জিত যারা স্বদেশের তরে
ইঙ্গিতে আপন প্রাণ
দিত হেসে বলিদান
যাঁহাদের স্মৃতি আজ গায় রাজস্থান
সে সকল বীর কোথা করিল প্রয়াণ ?

কোথা সেই কুরুক্ষেত্র বৈজয়ন্তী রথে
যথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে দিলা নানা মতে—
নাশিতে মনের ক্লেশ,
ক্ষত্রধর্ম্ম উপদেশ
কোথা কৃষ্ণ কোথা আজি সেই রণাঙ্গন
এই যদি সে ভারত কেনগো এমন !

কোথা রসরাজ কৃষ্ণ কোথা ব্রজপুর
বহিত যেখানে গোপী-হৃদয়ে মধুর
অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত,
যাহে হয়ে ওতঃপ্রোত,
মধুরে বহিয়া যেত দীনেশ বালিকা
কোথা সে যমুনা কোথা মানিনী রাধিকা ?

"দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলি
যেখানে পড়িত শ্যাম রাই পদে ঢলি
কোথায় সে কুঞ্জধাম,
কোথা বাঁশী কোথা শ্যাম,
আজি যেন এ ভারত সে ভারত নয়,
কোথা সে সকল চিত্র হ'য়ে গেল লয় ?

তুলি হেথা শাক্যসিংহ বিজয় নিশান
বাজাইলা ধরমের যে পূত বিষাণ
আকাশ কুসুম হেন,
শূন্যেতে মিশিল কেন,
কোথায় শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য মাঝে যাঁর
উঠিলে অহংব্রহ্ম চির অনিবার।

বৈষ্ণব আরাধ্য ধন গৌরাঙ্গ কোথায়
ভাসালেন বিশ্ব যিনি প্রেমের বন্যায়
যে ধনে ভারত ধনী
কোথা সে সকল মণি,
দরিদ্র ভারত আজি কিছু তার নেই
কি দেখে বলিব বল এ ভারত সেই
আমার মাথার কিরে,
বল্ তোরা বল ফিরে,
এই কি সে সুখময় সোনার ভারত ?
এই যদি সেই কোথা সে সুখ ভারত।

ধবলেশ্বর। *

১

অয়ি মহানদি, তব বক্ষের উপর
রেখেছ গোপনে, মরি কি শোভা সুন্দর,
মহান মহিমা-মাখা,
গোপনে র'য়েছে ঢাকা
প্রকৃতির মহারত্ন, তোমার মাঝার
কজন বা জানে এই শোভা-সমাচার ?

২

গর্ব্বস্ফীত শির তব নহে ধবলেশ,
কিন্তু তব সুষমার নাহি আদিশেষ,
তোমার সৌন্দর্য্যে হায়,
কি প্রবাহ ব'য়ে যায় ;
তালে তালে বহে, মরি, কি শান্তি অপার !
স্বরগ মরত হেথ যেন একাকার !

---

* উড়িষ্যার করদ মহালের অন্তর্গত আঠগড় রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী এ কটক সহরের অদূরবর্ত্তী ধবলেশ্বর শৈল মহানদীর প্রবাহে বেষ্টিত একটি দ্বীপে অবস্থিত এই পর্ব্বতের শিখরদেশে ভগবান মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত

৩

সুমধুর নীলিমায় বঞ্চিয়া নয়ন,
বেড়ে চক্রাকারে তোমা নীর আস্তরণ,
পীতকৃষ্ণচূড়া ফুলে
মণ্ডিত মস্তক তুলে,
দেউল-কিরীটী গিরি, বিরাজিছ তায ; *
নীলোৎপল মাঝে পীত কেশরের প্রায ।

৪

পদ চুম্বি মহানদী বহে তর্‌তর্‌,
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেড়ি পর্ব্বতনিকর,
তুলিয়া উন্নত মাথা,
তোমারি সৌন্দর্য্য-গাথা ;
নীরবে করিছে সদা জগতে প্রচার ;
ভূতলে স্বরগোপম সুষমা তোমার ।

৫

স্রোত-পারে অবস্থিত গিরি মহেশ্বর,
ও পূত সৌন্দর্য্যে হ'যে বিভল-অন্তর,
হইয়া উন্মুক্ত হিয়া,
রক্তপুষ্প অর্ঘ্য দিযা,

---

* পর্ব্বতের শিরোদেশে ভগবান্ ধবলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ; তটদেশে ও কৃষ্ণচূড়ানিকুঞ্জে শোভিত

পূজিছে আনত মাথে তোমার চরণ ,*
তাপদগ্ধ মর্ত্ত্যে তুমি শান্তি-নিকেতন

৬

তুঙ্গনীলমণিশৃঙ্গ—মেঘের আবাস—
তুলেছে উত্তরে—দূরে—মেঘা, কপিলাস। †
দক্ষিণে প্রাচীর-মত,
শোভে শৈল শত শত,
নইঋতে দেবীদ্বার দেবী নিকেতন ;
বিরাট নদীর কিবা বিরাট তোরণ . ‡

৭

দেবীদ্বার-পার্শ্বে রাজে নরাজ পর্ব্বত,
পদ যার কাঠযুড়ী চুম্বি অবিরত ;
গাহিছে তোমারি গীতি,
মস্তক তুলিয়া নিতি,
বৌদ্ধকীর্ত্তি লেখা যাহে অমর অক্ষরে ; §
হেরিলে সে চিত্র মরু-হৃদে সুধা ঝরে।

---

* মহেশ্বর পর্ব্বত ধবলেশ্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং রক্তকৃষ্ণচূড় কুসুমে ইহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত

† মেঘা এবং কপিলাস পর্ব্বত ঢেঙ্কানাল রাজ্যে অবস্থিত

‡ দেবীদ্বার পর্ব্বত ডোমপাড়া রাজ্যে অবস্থিত ; ইহার তটদেশে চণ্ডিকাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এখানে মহানদীর উভয়পার্শ্বে দুইটী পর্ব্বত থাকাতে, দূর হইতে উহা বিরাটতোরণস্তম্ভবৎ দৃশ্যমান

§ নরাজপর্ব্বতের পাদদেশে কাঠযুড়ী, মহানদী হইতে স্বতন্ত্র শাখায় প্রবাহিত হইতেছে এই পর্ব্বতে বৌদ্ধকীর্ত্তির চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান

৮

মহানদী কাঠযুড়ী, নিম্নে দুই ধারে,
গাহিয়া তোমার কীর্ত্তি পবিত্র ঝঙ্কারে,
নেচে নেচে ভেসে যায়;
কিবা তাহে উথলায়
সুরম্য মূরতি খানি প্রকৃতিবালার,
ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যের মহিমা অপার!

৯

পশ্চিমে মস্তক তুলে, সপ্তশয্য দূরে*
ঘোষিছে সৌন্দর্য্য তব, কি অমৃত সুরে!
অতি দূরে দূরে র'য়ে,
তোমাতে বিভল হ'য়ে,
অপলক চক্ষে চেয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ;
মরি কি সৌন্দর্য্য তব মানসমোহন!

১০

ঈশানে বিশাল টঙ্ক হরিতায়মান,
নদীদরপণে যেন হেরিছে বয়ান;
পশ্চাতে পর্ব্বতগুলি,
সুনীল মস্তক তুলি,
উঁকি ঝুঁকি মারি, হেরে সুষমা তোমার,
চাহেনা ফিরাতে যেন বদন আবার।

---

*সপ্তশয্য॥ ঢেঙ্কানাল রাজ্যের পর্ব্বত

১১

তোমার পবিত্র পদ করিয়া চুম্বন,
চতুর্দ্দিকে মহানদী করেছে বেষ্টন ;
ভ্রমিছে প্রহরী হেন,
দিবে না একটু যেন,
সংসার-বিষ ক্ত বায়ু পশিতে হেথায়,
সে শুধু ঢালিছে শান্তি অমৃত ধারায় ।

১২

শান্তির কুলায় মত এ গিরি-মেখলে
আশ্রিয়াছি এ কুটীর, আজি ভাগ্যফলে ; *
কবি রাধানাথ তরে,
কবি মনোমত করে,
সৌন্দর্য্যের উপাসক বংশের রতন
রচিলা যা কবি-পুত্র শ্রীশশিভূষণ ।

১৩

গিরি, দরী, তীর্থাশ্রম তটিনী, অটবী,
আছে প্রকৃতির যত ভীমকান্ত ছবি ;
কবির যা অভিপ্রেত,
সবি হেথা সমবেত,

* উৎকলকবিগুরু রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর মহোদয়ের শান্তিসেবার্থে তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় মহোদয় এইস্থানে একখানি সুরম্য বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন

বিশ্বের বিভব সব নয়নগোচর,
অকিঞ্চন হেথা যেন রাজরাজেশ্বর !

১৪

সুন্দরের ভক্ত কবি, শাশ্বতের ঋষি,
সুন্দর শাশ্বত হেথা, একাধারে মিশি,
লয়ে যায় কি আবেশে
হৃদি-অতীন্দ্রিয় দেশে,
ডোবে রবহীন বিশ্বগীতির আরাবে,
সংসারের ক্ষুদ্রভাব তুই মহাভাবে।

১৫

আজি গো এসেছি আমি স্বরগ-ছায়ায়,
তাপ-দগ্ধ প্রাণে হেথা সুধা উছলায়।
এখানে অতুল সবি,
সকলি স্বর্গের ছবি ;
অমিয়-মাখান হেথা লতা গহনায়,
প্রতি অণু—অণুকণা—অমিয়া ছড়ায়।

১৬

সংসারে চাঁদের পানে, বিভল হিয়ায়,
চেয়ে থাকিতাম যবে পবিত্র সন্ধ্যায়,
গার্হস্থ্য-জঞ্জাল কত,
আলোড়িত অবিরত,

সংসার-তাড়না কত মথিত হৃদয়,
এখানে সে সব জ্বালা হ'য়ে যায় লয়

১৭

এখানে চন্দ্রমা ভরা স্বর্গীয় বিভায়,
এখানে চন্দ্রেতে শুধু সুধা উথলায়।
তারকা সঙ্গিনী সনে,
স্বচ্ছ নদী দরপণে,
শশাঙ্ক দেখায় যবে ছবি আপনার,
প্লাবি নীলাকাশ, বাল-রশ্মি-রাশি তাঁর

১৮

হৃদয় মহানদী-বক্ষ স্বর্ণলিপ্ত করি ;
তাতে যেন সে সুষমা সারাবিশ্ব ভরি
হেরিলে এ চারু ছবি,
চিরমূক হবে কবি,
বিশ্ব-শিল্পি-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ,
চকিতে সংসার ত্যজি মোহমুগ্ধমন

১৯

ভুলে গিয়া ক্ষণতরে সত্তা আপনার,
শান্তি-পারাবারে দিবে আনন্দে সাঁতার।
চন্দ্রকরে ছত্রে ছত্রে,
লেখা হেথা পত্রে পত্রে,

বিধাতার প্রেমগীতি অমর-অক্ষরে ,
এখানে সতত যেন প্রেম শান্তি ক্ষরে ।

২০

রচিয়াছে নাট্যশালা চন্দ্রিকা হেথায়,
দিগন্ত-ব্যাপিনী শুভ্র সিকতা শয্যায়,
প্রভার স্পন্দনে কত,
ঢেউ উঠে অবিরত ;
ছুটে চারিদিগে, যেন মন্দরশিখরি-
মন্থনে ক্ষুভিত কোটি ক্ষীরোদলহরী

২১

ভাসে দিগ্ দিগন্তরে ঝিল্লিকার স্বর,
চন্দ্রিকা নর্ত্তকীপদে সে কিগো নূপুর !
গায়ক বাদক হ'য়ে,
তরঙ্গ যেতেছে ব'য়ে ;
ঢেলে দেয় প্রাণে কিবা অমৃত শান্তির,
প্রকৃতির তৌর্য্যত্রিক ললিত-গম্ভীর !

২২

সংসার-গগনে রবি নিত্য আসে যায় ;
কে খোঁজে তাহাতে কত তত্ত্ব উথলায় !
দর্শন-শিক্ষার তরে
বৈজ্ঞানিক, পুঁথী করে,

নিয়ত করেন চিন্তা, কিবা কার্য্য তাঁর ;
নাহি হেথা সে সকল কূট সমাচার !

২৩

হেথা প্রতিপলে রবি নানাতত্ত্বময়,
কত সীমাতীত ভাব তার মাঝে রয় !
বিভু প্রেমে ভাসমান
যেমন সাধক প্রাণ
অথবা সংসার ভোলা শিশুর বদন ;
প্রশান্ত পাবন হেথা তেমনি তপন

২৪

বিধির ওজস্বিচ্ছবি মাখান তাহায় ;
হেরিলে, লহরী কত ছুটেগো হিয়ায় !
প্রাণের বাসনা, আশা,
সুখ, সাধ, ভালবাসা
চকিতে, উধাও হ'য়ে, শাশ্বতে মিশায় ;
ঘুচে যায় মোহতম বৈরাগ্য বিভায় ।

২৫

হেথা রবি, শশি ক্রত মানব-হিয়ায়,
সংসারের অনিত্যতা নীরবে শিখায় ।
তার সে সঙ্কেতটুক,
ভেদি মহানদী-বুক,

উত্তালতরঙ্গমালা করিছে প্রচার,
সংসারের মোহ দম্ভ করি ছারখার।

২৬

হেরিলে সে পূতচ্ছবি হেথা একবার,
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল পলে মর্ত্ত্যবাসনার,
ভুলে সারা বিশ্বখান,
অনন্তে ছুটিবে প্রাণ
অসীম সৌন্দর্য্য মাঝে ঢালি আপনায়;
তন্ময় হইবে হৃদি মহাসাধনায়।

২৭

হেরি এস্থানের পূত সুষমা অতুল,
ত্রিদিব অপ্সরা দল হ'য়ে লতা ফুল,
হইযা বিভলচিত্ত,
হেথা খেলিছেন নিত্য
গোপনে; বসন্ত তাই ঘোরে অনিবার;
এ যেন গো নৃত্য-ভূমি অপ্সরা-বালার।

২৮

ত্যজি তব ছায়া গিরি, এ জীবন আর
চাহেনা অনল-মাখা উত্তপ্ত সংসার।
সদা মনে সাধ যায়,
সবি এ অমৃতচ্ছায়.

ভুলিব ভবের মায়, যাপিব জীবন ;
ও পূত সৌন্দর্য্য-মাঝে হ'য়ে নিমগন।

২৯

হে গিরি, তোমার ওই সৌন্দর্য্য বিমল
পলকে ছিঁড়িয়া ফেলে বাসনা-শৃঙ্খল ;
কি এক মধুর স্বরে,
সারা হৃদি দেয় ভরে ;
নীরবে নীরবে প্রাণ অনন্তে তলায়।
তাই ভিক্ষা মাগি ওগো ও চরণচ্ছায়।

মানব-প্রকৃতি।

শৈশবে সংসার-জ্ঞান বর্জ্জিত যখন
তখন ভরসা শুধু পিতৃ মাতৃ-মুখ
কৈশোরে ভ্রাতা ভগ্নীতে প্রীতি অরপণ
যৌবনে দাম্পত্য প্রেমে পরিপূর্ণ বুক।

বার্দ্ধক্যে হৃদয় শান্ত পারাবার-প্রায়
উদ্যম উৎসাহ প্রেম লভিয়া নির্ব্বাণ
পরলোক প্রতি ধীরে হৃদয় তলায়
ছিঁড়ে গিয়া সংসারের মোহমুগ্ধ টান।

তখন স্থবির-হৃদি কি করে দর্শন
"অহংকি" হ'লে এই চিন্তার উন্মেষ,
সে চিন্তায় নিজ সত্তা করি অর্পণ
ভাবে নব "আমি শিশু পিতা পরমেশ"

জ্ঞানের কৈশোর সীমা পরশিলে নর
দেখে বিভু প্রিয় সখা তিনি ভগ্নী ভাই
যৌবন সীমার মাঝে পশি অতঃপর—
দাম্পাত্য প্রেমের মাঝে আপনা হারাই—

মানময়ী শ্রীরাধিকা ভাবি আপনায়—
হেরে পরব্রহ্ম রূপ নব নটবর
শ্যামকান্তি বংশীধারী কদম্ব তলায়
জ্ঞানের বার্দ্ধক্য রাজ্যে প্রবেশিলে নর,

সীমাবদ্ধ ভাব আর থাকেনা তখন,
হেরে সে ওজস্বী ছবি সারা বিশ্বময়,
গীতাবসে বিশ্বরূপ করি দরশন,
শাশ্বতে নির্ব্বাণ লভে নীরবে হৃদয়

কি এক মহান্ ভাবে পূর্ণ হয় প্রাণ
সোপান-সোপান স্তর করি অতিক্রম,

মানব দেবত্ব লভে নবত্ব নির্ব্বাণ।
মানব প্রকৃতি এই মানব-ধরম

পূর্ব্বস্থলী

প্রার্থনা।

বিভো!

কেন সদা কাঁদিছে হৃদয
জগতের হেরি অমঙ্গল
রুদ্ধ হিয়া কেন শান্ত নয
কেন সদা ঝরে চোখে জল!

তব বিশ্ব তুমি বিশ্বময়
আমি ক্ষুদ্র অণুকণা তার
কি শক্তিতে হ'য়ে আমি লয
করি তব কার্য্যের বিচার।

হেরি ধ্বংস নিতি কাঁদে প্রাণ
কিন্তু কার্য্য না রহিলে তার
করিতে না সে নীতি বিধান
তবে কেন দূষি গো তোমায়।

এই ধ্বংস-নীতি মানবেরে
লয়ে যায় উন্নতির পথে
না বুঝিয়া কাঁদি মায়া যেবে
ধ্বংস-নীতি মঙ্গল জগতে

কিবা ধ্বংস ধ্বংস বা কোথায় !
জোযাবের বেলা প্লাবি জল—
সত্যবটে থাকেনা ভাঁটায়
তাহে—তটিনীর কিবা অমঙ্গল।

য তার আবর্জ্জন রাশি
ভেসে গিয জোযারে আবার,
ফুটিয়া উঠিবে মুখে হাসি
দুই কূল হ'য়ে একাকার —

ধ্বংস সৃষ্টি জগতে তেমন,
বিশ্ব-আবর্জ্জনা করি দূর
ভরে বিশ্ব আনিয়া নূতন।
ধ্বংস নীতি নহে ত নিঠুর !

ধ্বংস বিনা জীবনের ভার-
পারিত কি দুর্ব্বল মানব
সহিবারে হায় অনিবার,
হ'ত নাকি জীবন্তেতে শব ?

ধ্বংস কিসে ? ত্যাগ জীর্ণবাস,
তবে মিছা তার তরে আর
যেন নাহি করি হা হুতাশ
এই মাত্র মিনতি আমার

ছাড়ি তব সৃষ্টির বিচার
আমি নাথ যেন অবিরল
ঢালি বিশ্বে প্রেমের আসার
তপ্ত বক্ষ করিয়া শীতল

দুঃখীর দুঃখেতে যেন আমি
ফেলিবারে পারি অশ্রুধার
এই করো হে নিখিল স্বামি ?
সবে যেন ভাবি আপনার

এই ব্রত করিয়া সাধন
জীব লীলা হোক অবসান
করো এই প্রার্থনা পূরণ
অভাগীর ওহে ভগবান ।

পূর্ব্বস্থলী

বিশ্বরূপ।

অনন্ত পিয়াসা বক্ষে করিয়া ধারণ
দিনরাত ছুটাছুটি নাহিক বিরাম,
মানবের একি ঘোর কঠোব সাধন,
কিছুতেই কেন নর না লভে আরাম!

কোন অভীপ্সিত বস্তু লাভের আশায়,
মানব জীবনে হেন কঠোর সংগ্রাম!
নরের ব্যাকুল বক্ষ কি রতন চায়,
কেন নিত্য হাহাকার পূর্ণ ধরাধাম!

কেন নব কোথা ধায় কি অজ্ঞাত টানে,
উঠে পড়ে হারিমানে তবু কেন চায়,—
আকুল নযনে—দূব ভবিষ্যৎ পানে!
ফুটে ম্লান হাসি কোন্ অস্ফুট আশায়।

কি চাহে মানব-বক্ষ করি হাহাকার,—
চাহে সুখ চাহে শান্তি—সদা নর দল,
বুঝে নাক মরুভূমে বারি ভ্রম সার,
নশ্বর জগতে তাই মানব বিভ্রল

হায় হায় একি ঘোর ভ্রান্তি আমাদের,
হেথা কোথা সুখ শান্তি অমৃত আসার!
মরুভূমে বারি ভিক্ষা অদৃষ্টের ফের
এ নহে প্রকৃষ্ট পথ সুখ খুঁজিবার

অনলে অনিলে ভাতে কীর্ত্তি রাশি যাঁর,
যাঁহার মধুর ছবি ঝলে চাঁদিমায়—
নভে প্রকটিত যাঁর ছবি সুষমার,
চারু কুহুস্বরে যাঁর ছবি উথলায়।

যাঁর চারু ছবি আঁকা বাসন্ত কুসুমে,
সর্ব্বলোকপ্রকাশক দেব দিবাকর,
প্রকটেন যাঁর ছবি সতত নিঝুমে,
প্রকটে জলধি যাঁর মূরতি সুন্দর—

বেদেতে ওঙ্কার রূপে যাঁর মূর্ত্তি ভায়,
যাঁর চারু ছবি শোভে দাম্পত্যপ্রণয়ে,
নবীন জলদে যাঁর ছবি উথলায়,
রাজে যে পবিত্র কান্তি সাধক হৃদয়ে—

বিশ্বভরা সেই বিশ্ব বিমোহন ছবি
যদি নর শিক্ষা করে করিতে দর্শন
পাবে সুখ, পাবে শান্তি, যাবে ব্যথা রাশি
বিশ্বরূপ দরশন পরম সাধন।

যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞান নেত্র বিস্ফারিত করি,
দেখিলেন বিশ্বরূপ কৌন্তেয় যখন,—
হইল সমাধি প্রাণ গেল প্রেমে ভরি—
কামনা বাসনা সব উধাও তখন।

সেই মহাতত্ত্ব সুধা সদ নিষেবণ,
করয়ে মানব যদি ভুলি আপনায়,
অমৃত সাগরে প্রাণ হইবে মগন,
উদ্ভাসিত হবে হৃদি পবিত্র ছটায়।

ক্ষোভ তাপ ব্যথা কিছু না রহিবে আর,
সেই মহা বিশ্বরূপ হেরি অবিরল,
ভুলি বিশ্ব—ভুলে যাবে সত্তা আপনার,—
ওঁ শান্তি-ওঁ শান্তি হেরিবে কেবল।

পূর্ব্বস্থলী

অশ্রু।

যে করে করুক তোরে ভয়,
আমি জানি তুমি মম,
প্রাণ-সখা প্রিয়তম,
তাপিত বক্ষের তুমি সুখ মধুময়।

এ জগতে কেহ নাই যার,
ধরিয়া সে গলা তোর,
নিভায় যাতনা ঘোর,
হতাশ বক্ষের তুই শান্তি পারাবার।

তোর স্পর্শে নিভে যায়,
অশেষ কালিমা ঢালা,
প্রাণের যাতনা জ্বালা,
তাপিতের বন্ধু কেবা তোর সম হায়।

যে করে করুক তোরে ভয়,
আমি দেখি হে সুন্দর,
মোহন মুরলী-ধর—
সম, তোর চারু চিত্র জুড়ান হৃদয়।

কিম্বা নব জল-ধর সম,
উজ্জ্বল পবিত্র বেশ,
সুষমার নাহি শেষ,
কিম্বা ইন্দ্র ধনু সম চির মনোরম।

তাই বলি তোমারে কি ভয়,
তুমি যে সুহৃদ বেশে
নিকটে দাঁড়াও এসে
অনন্ত ব্যথায় যবে দহে রে হৃদয়।

তব সম বন্ধু কেহ নয়,
নর-সম পায়ে ঠেলে,
তুমিত ন যাও ফেলে,
মানবের হয় যবে বড় দুঃসময়

তাই তোরে বড় ভালবাসি,
এস ঢাল শান্তি জল,
লভি বুকে নব বল,
ঘুচাব প্রাণের মম যত ব্যথা রাশি।

কলিকাতা।

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌরাণিক চিত্র।

অশোকবনে সীতা।

শুভ্র ভাঙা মেঘে ঢাকা বাসন্তী চন্দ্রিকা প্রায়,
উজলি অশোকবন শোভিতেছে চারু কায়।
হেলিত অশোক-শাখে সুতন্বীর তনু ভার,
ঘোষিছে তা' বিশ্ব-শিল্পী সৌন্দর্য্যের সমাচার।
নিমিলিত আঁখি-যুগ নয়নে ঝরিছে জল,
সমাধিস্থ বালা-বক্ষে আঁকা পতি-পদতল
রাবণে বিকাতে চিত্ত চেড়ীরা গরব ভরে—
বলিছে হুঙ্কারি কেহ, কেহ কহে সমাদরে,
পশিল না বামা-কর্ণে সে হুঙ্কার —সে আদর,—
রক্ষ-রাজ ভয়ে তবে চেড়ী দল অতঃপর,—
কৃশাঙ্গীর কৃশ অঙ্গে করে আহা কি প্রহার!
তবু নড়িল না কেশ—না ভাঙিল ধ্যান তাঁর।
সুচারু প্রস্তর মূর্ত্তি গড়ি কোন চিত্র কর,
রেখেছে এখানে যেন কত যুগ যুগান্তর

কটক

সখীর প্রতি শকুন্তলা।

সখি, মোরে বারবার মিছা কি সুধাও আর,
কি বলিব অবিরত কেন চোখে জলধার!
কেন এ হৃদয় দীর্ণ কবির হৃদয় প্রায়,
সকলি ত জান সখি, কি আর বলিব হায়!
ত্যজিলে আশ্রয়-তরু বাঁচে কি ব্রততী তার,
চন্দ্র বিনা চারু ছটা বলে কি লো জ্যোছনার।
কত সুখে প্রাণ সখি, ছিনু সুখী একদিন,
ছিলাম যে দিন বঁধু সহ প্রেমালাপে লীন,
সে সুখের দিন মম বর্ণনা নাহিক যায়,
অনুমানি [redacted] সুখ নাহি মিলে অমরায়।
বলিয়াছিলেন নাথ পট্টরাণী হবঁ তাঁর,
সে শুধু কথার কথা আজ শুধু স্মৃতি সার।
কিন্তু লো সে পদ তুচ্ছ তাপস বালার, সই,
চাহি না অপর রাজ্য পতি-পদ রাজ্য বই।
আজি সেই ছবি আমি হেরিতেছি বিশ্ব ভরি,
তবুও মানে না মন তবু যে লো কেঁদে মরি

হুগলী

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা।

চন্দ্রবংশ-অবতংস সিংহাসনে নর রায়
চৌদিকে অমাত্য, যেন তারা-ঘের শশী ভায়
বল্কল বাসিনী বামা দাঁড়ায়ে চরণতলে,
ভক্ত যেন প্রভু পদে সিক্ত প্রেম-অশ্রুজলে।
কহিলা তাপস-বালা নমি রাজেন্দ্রের পায়,
কি মধুর কণ্ঠ—যেন বীণা ধ্বনি উথলায়,
"সমাগতা দাসী—প্রভু, সেবিতে চরণদ্বয়,
ভকতে দলিত করা প্রভুর উচিত নয়,
স্মর, দেব, তপোবনে সে গান্ধর্ব্ব পরিণয়,
তুমি প্রভু, আমি দাসী, ভুলিও না প্রেমময়।
রবি বিনা পঙ্কজিনী এক তিল নাহি বাঁচে,
অভাগী কাতরে তাই চরণে আশ্রয় যাচে।
আছে মোর গর্ভে নাথ তোমার প্রেমের ফুল,
দিও না হে অনাদরে শুকাইয়া এ মুকুল।
বহুদিন তব পদ-সেবাতে বঞ্চিতা দাসী,
দেহ আজ্ঞা সেবি পদ প্রণয়-পাথারে ভাসি"
পদ-স্পর্শ-আশে বালা বাড়াইয়া দিলা কর,
চঞ্চলে চরণদ্বয় সরাইয়া নরবর,—

কহিলেন "কলঙ্কিণি, কে তুই এখানে বল,
হ'তে চাস অঙ্ক-লক্ষ্মী পাতি প্রণয় ছল ;
আর কি লাগে না ভাল কাননে বল্কল-বাস,
তাই কি এসেছ হেথা করি রাজেন্দ্রাণী-আশ
ছি ছি অয়ি দুশ্চারিণি না হয় একটু লাজ,
অপরে বলিতে পতি ধিক্ তো নারীর কাজ !
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি করি নাই কোন কালে,
না পারিবে দুষ্মন্তেরে বাঁধিবারে মায়াজালে"
প্রেম-বিনিময়ে হায় এ গভীর তিরস্কার,
নারী কি সহিতে পারে কত বল বুকে তার !
মুছিল পীবর বক্ষ ঝরি বেগে অশ্রুজল,
কহিতে লাগিলা বামা চাহি পতি পদতল
"নিঠুর হইয়া নাথ কত বল কুবচন,
পত্নী কি না আমি তব এই দেখ নিদর্শন
আপন অঙ্গুলি হ'তে অঙ্গুরী খুলিয়া তুমি,
দিয়াছিলে পরাইয়া মোরে প্রেমাবেগে চুমি
দেখ সে অঙ্গুরী তব ঘুচিবে সংশয়চয়,
তাপস-বালিকা কভু মিথ্যা কথা নাহি কয়"
অঞ্চলে সঞ্চিত বালা অঙ্গুরী দেখাতে চায়,
শূন্য সে অঞ্চল—তাহে অঙ্গুরী কোথায় হায় !
হাসিল সভাস্থ সবে কলঙ্কিনী বলি তায়,
"দূর হও মায়াবিনী" কহিলেন নর রায়।

সে অনন্ত অপমান সহিল না সতী-বুকে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া বাম পড়িলা মনের দুখে।
অস্ফুটে ফুটিল মুখে "গেল পদ-সেবা-সাধ,
কেন লো অঙ্গুরী তুই কাঙালে সাধিলি বাদ"।

পূর্ব্বস্থলী

সাবিত্রী।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি আঁধার গগনখানি,
নিবিড় শ্যামল বাসে মণ্ডিতা প্রকৃতি রাণী
নাহি খদ্যোতের জ্যোতিঃ—চারুছটা তারকার,
যে দিক চাহিয়া দেখি শুধু ঘন অন্ধকার।
ধ্বনিতেছে বিশ্বে শুধু ক্ষীণ ঝিল্লিকার স্বর,
মাতাইয়া মানবের উন্মত্ত হৃদয়-পুর
কোলে মৃত পতি ল'য়ে বসিয়া রয়েছে বালা
ঝরিতেছে অশ্রু স্মরি কঠোর বৈধব্যজ্বালা
"আসুন পতির আত্মা ল'তে সর্ব্ব দেবগণ
দিব না কখনো আমি আমার হৃদয়-ধন।"
কঠোর প্রতিজ্ঞা এই করি সতী নিজ মনে,
রহিলা নিশ্চিন্তে বসি সে নিশীথে সে বিজনে

লইবারে সত্যবানে শমনের অনুচর
আসি সতীরে হেরি কাঁপিলেক থর থর
না হলো শকতি কারো লইবারে সত্যবানে,
নমি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ফিরে গেল নিজ স্থানে।
তবে ধর্ম্মরাজ নিজে আসি সাবিত্রীর পাশে
যাচিলেন সত্যবানে বিনয়ে অমিয়-ভাষে
দৃঢ়রূপে পতি-পদ ধরি সতী বক্ষ-মাঝে
অমৃত শাস্ত্রীয় ভাষে তুষিলেন ধর্ম্মরাজে।
রহিল প্রতিজ্ঞা তাঁর ধর্ম্মরাজ হর্ষভরে,
ফিরে দিলা মৃত পতি—সতীর সম্মান তরে

পুষ্পস্থলী

অর্জ্জুনের প্রতি উর্বশীর শাপ।

অতীত প্রহর নিশি থামিয়াছে স্বরগের
নৃত্য গীত আনন্দ নিক্কণ,
দেবীদলে অঙ্কে ল'য়ে, প্রণয়-বিভোর হ'য়ে
দেবদল নিদ্রায় মগন,
ফুল্ল জ্যোছনার নিশি, ফুল্ল মৃদু পরিমল,
স্বরগের সকলি সুন্দর,
তাহাতে উর্ব্বশী ধনী, সুন্দরীর শিরোমণি,
অনন্তযৌবনা মনোহর।

একে একে কত দিন,　　অতীতে হ'য়েছে লীন,
উর্ব্বশীর অক্ষত যৌবন,
সেই সুন্দরীর পদে　　কত চন্দ্র সূর্য্য-বংশ-
নৃপতি, স'পেছে প্রাণ মন
দেবেন্দ্রের সভামাঝে,　　ব্রহ্মচারী ধনঞ্জয়
এই কথা করিয়া স্মরণ,
নৃত্যকালে উর্ব্বশীরে　　বারেক নয়ন তুলি,
সবিস্ময়ে করিলা দর্শন
সেই চাহনীর তত্ত্ব　　না বুঝি উর্ব্বশী ধনী
আসক্ত ভাবিয়া ধনঞ্জয়ে,
দিতে অর্ঘ্য পদে তাঁর　　আপন যৌবন বামা,
চলিলেন পার্থের আলয়ে
নৃত্য গীত দরশন—　　করি দেব-সভা মাঝে,
ইন্দ্র দত্ত আলয়ে আসিয়া,
সুপ্ত বীর ধনঞ্জয়,　　ইন্দ্রপ্রস্থ উদ্ধাবের
আসে স্বপ্ন নিদ্রায় ভাসিয়া।
হেনকালে ধীরে ধীরে,　　মদন-মোহিনীবেশে
পার্থ-গৃহে উর্ব্বশী উদয়,
চমকি উঠিয়া বীর,　　কহিলেন করযোড়ে,
"কে তুমি মা দেহ পরিচয়!
গভীর নিশীথকালে,　　নীরবে এখানে কেন
কোন্ কার্য্য করিব সাধন ?"

মুরলী-নিন্দিত স্বরে বিস্ময়ে উর্ব্বশী ধীরে,
কহিলেন "কেন আগমন ?
জান না কি নর-কক্ষে গভীর নিশীথে নারী
কেন বীর, করে অভিসার ?
দেবেন্দ্র-নর্ত্তকী আমি, উর্ব্বশী আমার নাম
মুগ্ধ চিত্ত রূপেতে তোমার।"
স্তাম্ভিত হইয়া পার্থ, কহিলা নোয়ায়ে শির
"তুমি মাতঃ জননী আমার"।
দলিতা ফণিনী সম, উর্ব্বশী কম্পিত ক্রোধে
অভিমানে ঢালি অশ্রুধার—
কহিলেন "ধনঞ্জয়, ধিক্ তব পুরুষত্ব
নারীর না রাখিলে সম্মান,
দিলে মনে বড় ব্যথা, কি আর বলিব তোমা
পুরুষত্ব হোক অবসান"
ইহা বলি দ্রুত বামা, ত্যজিলা পার্থের বাস
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ধনঞ্জয়-
ধিক্কারিয়া উর্ব্বশীরে আসি নিজ শয্যা মাঝে
শুইলেন প্রফুল্লহৃদয়।
শূন্যে দুন্দুভির ধ্বনি হইল অমরপুরে
"ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ধন্য বীর ধনঞ্জয়।"

নোয়াখালি।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রেমচিত্র।

প্রথম দর্শন।

পড়ে কি সেদিন মনে,
মেঘে ঘোর ঘনঘটা
কোলেতে বিজলী ছটা,
কুসুমিত লতা-কুঞ্জে দেখা দুইজনে।

চোখে চোখে মনকথা,
দুজনের রুদ্ধ হিয়া,
উথলিল আঁখি দিয়া,
উঠিল ফুটিয়া কত প্রেম আকুলতা।

মৃদু মৃদু মন্দ্র-ছলে
জলদ গাহিল গান,
"ধরাগেল প্রাণে প্রাণ"
অগাধ অমিয় ঢালি মোর মর্ম্মতলে।

চাতক মধুর স্বরে
শূন্যেতে গাহিল গান,
"বাঁধ' গেল প্রাণে প্রাণ"
ছুটিল সে প্রতিধ্বনি সারাবিশ্ব পরে

হৃদয়ের মাঝে মোর,
কেমনে কহিব মরি,
ব'য়ে গেল কি লহরী,
অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে হৃদি হইল বিভোর।

সকলি নূতন আজ,
যে দিকে নয়ন চাই,
কেবল দেখিতে পাই,
ধরেছে প্রকৃতি রাণী রমণীয় সাজ

হেরি তব ও বদন,
ওগো স্নেহময় স্বামি,
আজি লভিলাম আমি
চিরমৃত প্রাণে মোর নবীন জীবন।

কলিকাতা

নবদম্পতী (নারীর উক্তি)।

আজি আমাদের নাথ, নূতন জীবন
দুজনের করে কর,
রাখি এস প্রাণেশ্বর,
অমিয়-সাগর মাঝে হই নিমগন।

তেয়াগি পৃথক সত্তা এস প্রাণধন,
বুকে বুকে মুখে মুখে,
ডুবিয়া স্বর্গীয় সুখে,
করি এস প্রেম-ভরে প্রেম-আলাপন।

মোর চোখে বিশ্ব আজ নিতান্ত নূতন,
সেই লতা সেই ফুল,
সেই তটিনীর কূল,
সেই শশী শোভিতেছে উজলি গগন

সেই তারকার মালা শোভে নভঃকায়,
বিজলীরে বক্ষে ল'য়ে,
সেই ঘন যায় ব'য়ে
সেই পিক পাপিয়ারা আজিও ত গায়

ভাবিলে দেখিতে পাই সবি পুরাতন,
কিন্তু ইন্দ্রজাল একি !
যে দিক চাহিয়া দেখি,
পুরাতনে আজি মহা নব সম্মিলন

এস এই শুভ দিনে হৃদয় রতন,
প্রেম-মন্ত্রে ল'য়ে দীক্ষা,
লভিব অমৃত শিক্ষা,
বুঝাইব বিশ্বে প্রেম মধুর কেমন !"

এস হৃদি-কুঞ্জবনে পেতেছি আসন,
আজি আমি প্রাণারাম ;
প্রণয়-কুসুম দাম
অরপি চরণে তব জুড়াব জীবন।

বিষাদ বেদনা যত টেনে ফেল দূরে,
দুটি প্রাণ এক হ'যে,
এস দোঁহে যাই ব'য়ে,
নিত্য সুখপূর্ণ সেই প্রণয়ের পুরে !

কলিকাতা

বিহ্বলা।

এ প্রাণ শীতল হয় তোমার ছায়ায়,
ভুলে যাই ত্রিসংসার দেখিলে তোমায়।
ফুল-বাস মলয়ায়,
যেমন মিশিয়া যায়,
তেমনি তোমাতে হৃদি মিশায়েছে মোর,
তোমারি ধেয়ানে চির এ হৃদয় ভোর।

লভি হে সুষুপ্তি আমি স্মরণে তোমার,
তোমার পবিত্র নাম ওঙ্কার আমার
কি আর অধিক কব,
ও দুটি চরণ তব,
পবিত্র স্বরগ মোর নাহিক সংশয়,
মোর প্রেম-রাজ্যে রাজা তুমি প্রেমময়।

তুমি মহোদধি আমি তরঙ্গ তাহায়,
তুমি চন্দ্র আমি তারা নীল নভো গায়।
তুমি প্রেম অবিনাশী,
মিলন-স্বরূপা দাসী

তাই হে বিভলা আমি চরণে তোমার,
তাই আজি তোমাময় মোর এ সংসার

কলিকাতা

তিন দিন।

তুমি আসিবে কখন,
আমি যে পাগল মেয়ে,
আশা পথ চেয়ে চেয়ে,
বল কত দিন আর বহিব জীবন?
"আসি ব'লে গেছ চ'লে"
প্রতি দণ্ড প্রতি পলে,
আমি নাথ স্মরি সেই বিদায় চুম্বন

আজ তিন দিন যায়,
বল নাথ আর কেন,
দাসীরে দহিছ হেন,
এতই কি দোষী দাসী তব পূত পায়
বল গো কি মনে আছে,
আর কি আসিয়া কাছে,
প্রেম-সম্ভাষণ নাহি করিবে আমায়

আজি তিন দিন হায়,
না হেরিয়া তব মুখ,
যে বিষাদে পূর্ণ বুক,
সে ভাষা প্রকাশি ভাষা নাহিক ভাষায়।
নীরবে গোপনে কাঁদি,
কেঁদে কেঁদে বুক বাঁধি,
বড় আশা এই দণ্ডে লভিব তোমায়

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মম
দিন গেল ক্ষণ গেল,
রবি গেল শশী এল,
তবু তোমা' না পাইনু হায় প্রিয়তম!
এই তিন দিন মাঝে
কি তীব্র অনল রাজে
এই তিন দিন মোর বড় দীর্ঘতম।

তুমি মোর সুখের স্বপন,
তুমি সরবস্ব মো'র,
আমি তব ধ্যানে ভোর,
তুমি ইষ্টদেব মোর তুমিই সাধন।
তোমা বিনা দাসী আর,
দুর্ব্বিহ জীবন-ভার,
না পারিবে এক তিল করিতে ধারণ।

হ'লো প্রাণ পুড়ে ছার,
সার ধর' তম্বর'র,
এস কাছে প্রাণাধার,
মৃত সঞ্জীবন ধন তুমি যে আমার
সুষুপ্ত বাসনা রাশি,
আজি যে জেগেছে আসি,
ছুটিছে কল্পনা শত মানস-মাঝার।

ধরি কল্পনার তুলি,
মো'র এ হৃদয় মাঝে,
কতই মোহন সাজে,
রেখেছি আঁকিয়া সখা সাধ আশাগুলি
আসি পাশে প্রিয়তম,
পূর সে বাসনা মম,
পড়িবে চরণে দাসী প্রেম-ভরে ঢুলি।

এ হৃদি-নন্দন-বনে,
সিংহাসন তব তরে,
পাতিয়া যতন ভরে
প্রেম-দীপ জ্বালি নাথ আকুল-নয়নে—
চেয়ে আছি আশা-পথ,
পূর্ণ কর মনোরথ,

দহিওনা আর হেন বিরহ দহনে
এস নাথ ত্বরা মম হৃদি-কুঞ্জবনে।

কলিকাতা

দেবতা।

আমি ও চরণ 'পরে,
ডুবিয়াছি চির তরে,
আমার দেবতা তুমি
অমৃত অতুল,
হেরিলে ও মুখ পানে,
প্রেমোচ্ছ্বাস বহে প্রাণে,
আপন অস্তিত্ব মম
হ'য়ে যায় ভুল

আমার হৃদয় মাঝে,
তুমি যে দেবতা সাজে;
বিরাজ করিছ নিত্য
ওহে মনোময়

ভুলিব ভাবিলে মনে,
ধারা বহে দুনয়নে,
সমস্ত জগত যেন
মরুভূমি হয়

তুমি মোর ধ্রুব তারা,
আমি পদে আত্মহারা,
ভোলা কি মুখের কথা
ভুলে সাধ্য কার !
তব স্নেহ সুধা ধারে,
ডুবে গেছি একেবারে,
নাহি সাধ্য সন্তরিয়া
যেতে পর পার

তব স্নেহ নিরমল,
যেন পূত গঙ্গাজল,
গঙ্গাজল ফেলি কেবা
কূপে ডুবে যায় !
কার ঘটে হেন ভুল,
দলি সুকোমল ফুল,
পাষাণের পদ মূলে
হৃদয়ে লুটায়

যখন দেখেনি আঁখি,
সুকণ্ঠ দয়েল পাখী,
তখনি সুন্দর ভাবে
কর্দ্দম-খোঁচায়
ফেলিয়া কোকিল-তান
চাহে কার তুচ্ছ প্রাণ
শুনিতে তন্ময় হৃদে
বায়সের স্বর।

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস,
কিম্বা দাও দীর্ঘ শ্বাস,
তবু তব পদে মোর
বাঁধা রবে প্রাণ
জপিয়া তোমারি নাম,
ত্যজিব এ ধরাধাম,
তোমারি চরণে চির
লভিব নির্ব্বাণ

শুন প্রাণ-প্রিয়তম,
সাযুজ্য, সারূপ্য মম,
তোমারি চরণ তল
নাহিক সংশয়

তব পদ ল'য়ে বুকে,
নয়ন মুদিব সুখে,
অন্তিম সময় মম
ওহে প্রেমময়।
আমার দেবতা তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
তাপ-দগ্ধ প্রাণ মোর
হ'য়ে যাবে লয়

কলিকাতা

তুমি সে আমার।

তুমি সে আমার জীবনের জীবন,
তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ধন,
তোমা ছাড়া আমি তিলেক নয়
আঁখিতে মিলায়ে আঁখি,
যবে তোমা চেয়ে থাকি,
হেরি এ জগৎ অমৃতময়

ভুলি নিজ সত্তা বসি তোমার পাশে
প্রতি ধমনীতে কত লহরী ভাসে
হৃদি ভেসে যায় অমিয়-ধারে

তখন হে প্রেমময়,
এই মো'র মনে হয়,—
গেছি যেন মোরা সংসার-পারে

ঘুচে যায় সংসারের বিষাদ ব্যথা,
জাগেনা মরমে পাপ স্বার্থের কথা
জীবনে জাগিয়া উঠে নব মমতা
হৃদয়ের পত্রে পত্রে,
শুধু লেখা ছত্রে ছত্রে,
"আমি হে তোমার"—এই মধুর গাথা

কলিকাতা।

অমিয়া আমার। *

অমিয়া আমার,—
তুমি কি স্বর্গের ফুল,
মরতে মিলেনা তুল,
তুমি কি সুচারু ছটা বাসন্তী উষার।

---

*মিয়লতা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা —গ্রন্থকর্ত্রী

অমিয়া আমার,
তুমি কি শারদ-ইন্দু,—
অথবা মথিত সিন্ধু
ইন্দিরা সুন্দরী, মাগো সুষমা আধার !

অমিয়া আমার,—
মরু ভূমে বরাননি,
তুমি কি শান্তির খনি
নিদাঘ তাপিত বক্ষে অমৃত-আসার

অমিয়া আমার,—
অমা ঘোর অন্ধকারে,
তুই কি চপলা হাঁ রে,
পথিকের ভগ্ন বুকে লহরী আশার !

অমিয়া আমার,—
কে তুই অমিয়া ঢালা
তুই কি মন্দার মালা,
অভাগীর ভগ্ন বুকে দেব-পুরস্কার !

অমিয়া আমার,
কোন সাধ নাহি প্রাণে,
তবু চেয়ে তোর পানে,
মরুভূমে ফুল্ল ফুল ফুটেছে আবার

অমিয়া আমার,—
জীবনের প্রিয়তম,
সুখের স্বপন মম,
অন্ধের নয়ন তারা জগতের সার

অমিয়া আমার,—
তোর আধ আধ বোলে,
পড়িয়া আশার ভোলে,
ছেঁড়া তার সপ্তমেতে বাজিল আবার

অমিয়া আমার,—
যেই সুখ কল্পনায়,
বসি' আঁকিতাম হায়,
তুমি মা প্রত্যক্ষ দেবী সেই কল্পনার।

অমিয়া আমার,
হেরিলে ও চারু মুখ,
উথলে আমার সুখ
আমি যে দুখিনী মনে থাকে না তা' আর

অমিয়া আমার,
তোর আধ আধ স্বরে,
আলয়ে অমিয়া ঝরে,
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর কত সাধনার

অমিয়া আমার, —
ওই কচি মুখে তোর,
কি জানি কি আছে মোহ,
হেরিলে উথলে প্রাণ বিশ্ব একাকার

অমিয়া আমার,
হইয়া তোমার শিষ্য,
বুঝিনু নিখিল বিশ্ব,—
নহে মা নশ্বর শুধু প্রীতি পারাবার

অমিয়া আমার,—
দর্শন, বিজ্ঞান কত,
ঘাঁটিলাম অবিরত,
মিলে নাই বিশ্ব-তত্ত্ব তাহার মাঝার

অমিয়া আমার,
তোর ওই কচি মুখে
আমি যে দেখিনু সুখে
জগতের তত্ত্ব বেদ বেদান্তের সার।

অমিয়া আমার,
তোর হাসি মুখ দেখে,
তোমারে হৃদয়ে রেখে,
জীবন-নাট্য যবনিকা পড়ুক আমার

পূর্ব্বস্থলী

পীযূষ লতা। *

ফুট ফুটে চোক দুটি,
টুক টুকে মুখ
হেরিলে মা তোর, মম
উথলায় বুক।

আঁধারে মধুর বাঁশী
তুই গো আমার
নিস্তবধ নিশীথে রে
বেহাগ বাহার।

হেরি তোর মুখখানি
মরমে আমার,
উথলায় স্নেহপূর্ণ—
স্মৃতিখানি কার!

সেই স্মৃতি মাঝে আমি
আপনা হারাই,
তন্ময় হৃদয়ে তোর
মুখ খানি চাই

---

* পীযূষ লতা—আমার কনিষ্ঠ কন্যা গ্রন্থকর্ত্রী

দেব-আশীর্ব্বাদ সম,
তুমি মা আমার
সুখে থাক চির দিন
আশীর্ব্বাদ মা'র

কলিকাতা।

জীবন-ইতিহাস।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
মা বাপ সোহাগ ভরে,
রাখিতেন বুকে ক'রে,
পেতেন বেদনা—ভূমে নামাতে আমায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
ধূলা-পরিপূর্ণ কায়ে,
জড়াইয়া বাপ মায়ে,
দিতাম হৃদয় মোহি হাসির ছটায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
প্রীতি নেত্রে মোরে চেয়ে,
স্নেহভরে চুম খেয়ে,
ভাবিতেন মোরা আজ বুঝি অমরায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
আধ আধ স্বরে বলি
"পা-পা প-পা চলি-চলি"
ছুটিতাম যেন কত কার্য্যব্যস্ততায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
সবে ভাবি আপনার,
ঢালিতাম প্রীতি ধার,
ভুলি তুচ্ছ নীচ স্বার্থ ভুলি আপনায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
মিলিয়া সঙ্গিনী-সনে,
ধূল-ঘরে ফুল্লমনে,
ধূলার ব্যঞ্জন ভাত বাঁধা মমতায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
সরলতা-মাখা প্রাণ,
ভাই বোনে প্রীতি দান,
ভাবনা কামনা যত বিলুণ্ঠিত পায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
নীরবে মরম-তীরে,
যেই দিন ধীরে ধীরে,
ভাতিল কামনা-ছায়া নবীন বিভায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
কে জানে অদৃষ্ট-লেখা,
কি এক অজ্ঞাত রেখ,
বসিল দখল করি এ দগ্ধ হিয়ায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
হৃদি-গ্রন্থে পত্রে পত্রে,
আজো আঁকা ছত্রে ছত্রে,
শৈশব, কৈশোর-চিত্র অমৃত রেখায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
সেই শুভ পরিণয়,
সমগ্র জীবনময়,
কি যেন জ্বলিল ভাতি নবীন বিভায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
ছাড়ি বাপ, ছাড়ি মায়,
ভাই বোনে ছাড়ি হায়,
চলিনু পরের সনে মিশাতে আত্মায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
সাজিয় নূতন বেশে,
গেলাম নূতন দেশে,
বিনা অপরাধে তারা দলিত দুপায়।

জীবনের সে এক অধ্যায়,
সুখ সাধ আশা গুলি,
মরম হইতে তুলি,
পরতরে সঁপিতাম অনল-শিখায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
আত্মীয় বান্ধব স্নেহ
আরাম-পূরিত গেহ,
দোষ দেখিলেও যারা তুষিত আমায়

জীবনের সে এক অধ্যায়,
আজ তারা কেবা কোথ,
শুধু বক্ষে জাগে ব্যথা,
বাবা যে গেছেন আজি চলি অমরায়

জীবনের বিগত অধ্যায়,
কেটেছে স্বপন সম,
কে জানে আবার মম,
দূর ভবিষ্যতে কিবা—লেখা আছে হায়

জীবনের এমনি অধ্যায়,—
জীবনের ইতিহাসে,
সুদীর্ঘ দীরঘ শ্বাসে,
হয়ত অঙ্কিত প্রতি রমণী-হিয়ায়

রমণীর জীবন-অধ্যায়,—
লইয়া করুণ মন,
করেনা ক অধ্যয়ন,
সমাজ, তাদের বুক ধীরে জ্ব'লে যায়

নীরবেতে জীবন-অধ্যায়,
নিজে করি অধ্যয়ন,
জীব লীলা সমাপন
হয় রমণীর—এই বিশাল ধরায়।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫	৩	বচেছিস	বয়েছিস
৭	৪	বষে	ব'য়ে
১০	১৬	নিদানে	নিদাঘে
১২	৯	ঢালি	ঢলি
১৯	৭	লুটিতো	লুটি তো'
৩০	১১	স্বরস্বতী	সরস্বতী
৪৮	১২	তাব	তায়